17 APR 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

এ বছরই কওমী মাদ্রাসায় অভিন্ন প্রশ্নে মাস্টার্স সমমানের পরীক্ষা

সনদের মান গ্রহণে কোন ছাড় দেওয়া হয়নি : আল্লামা শফী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই সাথে দেশের সকল কওমী মাদ্‌রাসাসমূহে মাস্টার্স সমমানের 'দাওরায়ে হাদীস'-এর পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। আগামি ১৫ মে'তে শুরু হয়ে ২৫ মে পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে।

গত ১৩ এপ্রিল কওমি মাদ্‌রাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী)-এর সমমান প্রদান করে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গতকাল রবিবার কওমি মাদ্‌রাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এ বছরই কওমী মাদ্রাসায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভায় সভাপতিত্ব করেন বেফাক সভাপতি ও হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী। চট্টগ্রামের দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক সমমানের কোন ডিগ্রির মর্যাদা না দিয়ে সরাসরি সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর মাস্টার্স সমমানের মর্যাদা দেওয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়ে গেছে। চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে মাস্টার্স সমমানের ডিগ্রির পাশাপাশি নিম্নস্তরগুলোর সনদ দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার এসব শিক্ষার্থী শুধু মাস্টার্স সমমানের সনদ নিয়ে চাকরি প্রার্থী হলে বিষয়টির নিষ্পত্তি কিভাবে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।

তবে বেফাক মুখপাত্র মাওলানা মুনীর আহমদ বলেন, 'আমরা শুধুই মাস্টার্স সমমানের ডিগ্রি চেয়েছি। নিম্নস্তরগুলো কওমী মাদ্রাসায়ও রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে সমমান করে কোন সনদের স্বীকৃতি আমরা চাইনি। প্রয়োজনও নেই।' তিনি বলেন, 'সাধারণ মাদ্রাসায় আলিম, দাখিল শিক্ষার পর অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে বা অন্যদিকে চলে যায়। ফলে সে ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করতে পারে না। কওমী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে যাতে এমন না হয় সে জন্যই সর্বোচ্চ স্তর মাস্টার্স সমমানের ডিগ্রি পর্যন্ত স্বীকৃতি চেয়েছি। কওমী মাদ্রাসায় পড়ে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম, মুয়াজ্জিন হয় বলে জানান তিনি।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' নামে সর্বোচ্চ সংস্থার আওতায় দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এছাড়া সভায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) থেকে ৬ জন এবং অন্য ৫ বোর্ড থেকে ১ জন করে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপকমিটি গঠন করা হয়। সভা থেকে গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মাওলানা শামসুল হককে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে মনোনীত করা হয়। এই কমিটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার থেকে কোন ধরণের আর্থিক সহযোগিতা বা সুবিধা গ্রহণ করবে না মর্মেও সিদ্ধান্ত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ৬ বোর্ডের আওতার বাইরে থাকা কোন মাদ্‌রাসা এই সংস্থায় পৃথকভাবে নিবন্ধিত হতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে যে মাদ্‌রাসা যে বোর্ডে নিবন্ধিত, এই বৎসর সেই বোর্ডেই থাকতে হবে। অন্য বোর্ডে যেতে পারবে না। সকাল ১০টা থেকে এই বৈঠক শুরু হয়ে বেলা দেড়টায় শেষ হয়।

সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা মুফতী ওয়াক্কাস, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মুফতী রুহুল আমীন, মুফতী আরশাদ রাহমানী, মাওলানা আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুরসহ ২৬ জন সদস্য।

বৈঠকে আল্লামা শফী বলেন, দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান গ্রহণে আমাদের পূর্বঘোষিত শর্তে সামান্যতমও ছাড় দেওয়া হয়নি। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে আমাদের পূর্ব ঘোষিত যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণ করেই যে সনদের মান প্রদান করা হয়েছে, আমরা নীতিতে অবিচল অটল ছিলাম প্রমাণ হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর